গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা অনুবিভাগ
মনিটরিং-২ শাখা
www.mofl.gov.bd

বিষয়ঃ বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ''কক্সবাজার জেলায় শুটকি প্রক্রিয়াকরণ শিল্প স্থাপন'' শীর্ষক প্রকল্পের ওপর ১৫/০৬/২০২৩ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত স্টিয়ারিং কমিটির ৫ম সভার কার্যবিবরণী।

বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ''কক্সবাজার জেলায় শুটকি প্রক্রিয়াকরণ শিল্প স্থাপন'' শীর্ষক প্রকল্পের ওপর স্টিয়ারিং কমিটির ৫ম সভা ১৫/০৬/২০২৩ তারিখে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. নাহিদ রশীদ-এর সভাপতিত্বে এ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে Zoom Platform-এ অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের তালিকা পরিশিষ্ট ''ক'' তে সন্নিবেশ করা হলো।

২.০। উপস্থাপনা:

২.১। সভাপতি উপস্থিত এবং Zoom Platform-এর মাধ্যমে যোগদানকৃত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। অতঃপর সভাপতির অনুমতিক্রমে অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা) ''কক্সবাজার জেলায় শুটকি প্রক্রিয়াকরণ শিল্প স্থাপন'' শীর্ষক প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত সার তুলে ধরেন এবং তিনি প্রকল্প পরিচালক-কে সভার আলোচ্য বিষয় উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ জানান। সভাপতির অনুমতিক্রমে Zoom Platform-এ সংযুক্ত প্রকল্প পরিচালক Power Point Presentation-এর মাধ্যমে প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি ও সভার আলোচ্যসূচী উপস্থাপন করেন। উপস্থাপনায় তিনি জানান যে, আলোচ্য প্রকল্পটির ডিপিপি ১৯৮৭৯.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জানুয়ারি/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ০৩/১১/২০২০ তারিখে অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটি কক্সবাজার জেলার সদর উপজেলার খুরুশকূল ইউনিয়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে। খুরুশকূল এলাকায় আশ্রয়ণ প্রকল্পে পুনর্বাসিত ৪৬০৯টি পরিবারের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি; গুণগত মানসম্পন্ন কাঁচা মাছ সংগ্রহের জন্য আধুনিক মৎস্য অবতরণ ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ; শুটকী মাছ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন এবং অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারে গুনগত মানসম্পন্ন শুটকি মাছের প্রবেশাধিকারে সহায়তাকরণ- এ উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনের লক্ষ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। তিনি জানান যে, চলতি ২০২২-২৩ অর্থ বছরের জন্য এডিপিতে বরাদ্দ ছিল ৫০০০.০০ লক্ষ টাকা, আরএডিপিতে ২৫০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয় এবং ১৫ জুন,২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১১২৯.০০ লক্ষ টাকা, যা আরএডিপি বরাদ্দের মাত্র ৪৫.১৬% । অদ্যাবধি প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ১৫৮৩.০০ লক্ষ টাকা, যা মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের মাত্র ৭.৯৬%।

৩.০। আলোচনাঃ

৩.১। সভাপতির অনুমতিক্রমে প্রকল্প পরিচালক আলোচ্য প্রকল্পের ডিপিপি-তে উল্লিখিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ২০২২-২৩ অর্থ বছরের প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রমের ক্রমপুঞ্জিভূত বাস্তব অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করেন। তিনি সভাকে অবহিত করেন যে, কর্পোরেশনের আওতাধীন কক্সবাজার মৎস্য অবতরণ ও পাইকারী মৎস্য বাজার কেন্দ্রে নবনির্মিত প্রকল্প অফিস ভবন (দ্বি-তলবিশিষ্ট) গত ২২-০২-২০২৩ তারিখে মাননীয় মন্ত্রী, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক উদ্বোধন করা হয়। অবতরণ শেড (অকশন শেড) এবং ল্যাব, অফিস, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম ডরমেটরী নির্মাণ সংক্রান্ত ০২টি কাজের পাইলের কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে ফুটিং-এর কাজ চলমান রয়েছে। ১০টি পাবলিক টয়লেট-এর মধ্যে ০৭টি ভবনের নির্মাণ কাজ ৬৫% সম্পন্ন হয়েছে। সেনিটারী, প্লাম্বিং ও ইলেক্ট্রিক্যালের কাজ বাকী আছে। অবশিষ্ট ০৩টি ভবনের নির্মাণ কাজ জুন/২৩ এর মধ্যে ৫০% সমাপ্ত হবে।

৩.২ । প্রকল্প পরিচালক আরো জানান যে, ৩৫০টি গ্রীণহাউজ মেকানিক্যাল ড্রায়ারের মধ্যে ডিপিএম পদ্ধতিতে কার্যাদেশপ্রাপ্ত কর্পোরেশনের আওতাধীন চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দর (চমব)-কর্তৃক ইতোমধ্যে ১৫২টি ড্রায়ারের বেজমেন্ট তৈরীর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক আরও জানান- এসটিপি ও স্যানিটেশন লাইন স্থাপন সংক্রান্ত কাজের জন্য নির্বাচিত ঠিকাদারকে গত জানুয়ারি/২৩ মাসে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে এখনও কাজ শুরু করেননি। মাছ প্রক্রিয়াকরণের ইকুইপমেন্টসমূহ সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে ক্রয়ের নিমিত্ত চমব-এর নিকট মূল্য সম্বলিত প্রস্তাব আহ্বান করে প্রাপ্ত দর প্রস্তাব মূল্যায়ণের ভিত্তিতে চমব-এর সাথে নেগোসিয়েশন চুড়ান্ত করা হয়েছে ।

৩.৩। আলোচ্য প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপিতে বর্ণিত বিভিন্ন কার্যক্রমের প্রাক্কলন পিডব্লিউডি'র রেইট সিডিউল-২০১৮ এর আলোকে তৈরী করা হয়েছে। বর্তমানে পিডব্লিউডি'র রেইট সিডিউল-২০২২ চলমান রয়েছে। এতে করে বিভিন্ন কার্যক্রমের দরপত্র আহ্বান করা হলেও আশানুরূপ দরদাতা পাওয়া যাচ্ছে না। অন্যদিকে নির্বাচিত ঠিকাদারও কাজ সম্পাদনে গড়িমসি করছে। এছাড়া কতিপয় কার্যক্রমের এরিয়া, কাজের ধরণ ইত্যাদি পরিবর্তিত হওয়ায় ডিপিপি সংশোধন ব্যতীত দরপত্র আহ্বান করাও সম্ভব হচ্ছে না। এ সকল বিষয় বিবেচনায় নিয়ে প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপি'র ১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াকরণের বিষয়ে গত ০৮/০৫/২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত পিআইসি'র ৭ম সভায় সুপারিশ করা হয়। অন্যদিকে আগামী ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে প্রকল্পের মেয়াদকাল শেষ হয়ে যাবে। এ সময়ের মধ্যে প্রকল্পের অবশিষ্ট কাজগুলো সমাপ্ত করা কোনক্রমেই সম্ভব হবেনা বিধায় মেয়াদকাল বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্যও পিআইসি'র ৭ম সভায় সুপারিশ করা হয়। সামগ্রীক বিষয়াদি বিবেচনায় নিয়ে বর্ণিত প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপি'র ১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াকরণের বিষয়ে সভায় উপস্থিত সকল সদস্য একমত পোষণ করেন।

৪.০। সিদ্ধান্ত: বিস্তারিত আলোচনার পর সভায় নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

৪.১ ২০২২-২৩ এডিপির বাস্তবায়ন অগ্রগতি মাত্র ৪৫.১৬% এবং অর্থবছরের বাকি সময়ে ব্যয় শতভাগ নিশ্চিত করতে হবে;

৪.২ প্রকল্পের মেয়াদকাল ০২ বছর অতিক্রান্ত হলেও ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় প্রাক্কলিত ব্যয়ের মাত্র ৭.৯৬%। ক্রয় ও কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ি প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করতে হবে;

৪.৩ ঠিকাদারের সংগে সম্পাদিত চুক্তি মোতাবেক পিপিআর-২০০৮ বিধিবিধান আলোকে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

৪.৪ প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপি'র ১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াকরণের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে এবং

৪.৫ ডিপিপি'র সংস্থানকৃত বরাদ্দ, পিপিআর-২০০৮ ও অন্যান্য সরকারি বিধিবিধান অনুসরণ করে প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করতে হবে;

৫.০ সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২৫/৬/২৩

(ড. নাহিদ রশীদ)
সচিব